[redacted]

[redacted]

অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে মানুষের কষ্ট দূর হবে কবে? কেউ অর্থের বিনিময়ে দ্রুত কাজ করিয়ে থাকলে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, মানুষ এখানে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে, যাতে দ্রুত কাজ হয়। তবে এসে যে ভোগান্তি পোহাতে হয়, তা মুখে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের ফেরত দেওয়া হয়। তবে কিছু মানুষের মুখে শুনতে পাই যে টাকা দিলে নাকি দ্রুত কাজ করা হয়। যদি এমনটাই হয়, তাহলে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করি।

অভিযোগের বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার সেলিম রেজা বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সব মিথ্যা এবং বানোয়াট। তাঁরা সবাইকে সেবা দিতে কাজ করে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক বলেন, নির্বাচন অফিসে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকলে খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া অফিসের কেউ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকলে তদন্তে প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

গাংনীতে বিএনএফ এর অর্থায়নে প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিনামুল্যে ছাগল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসুচীর আওতায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিনামুল্যে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ (৩ নভেম্বর) মঙ্গলবার সকালে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আলোচনা সভা শেষে ছাগল বিতরণ করা হয়। প্রতিবন্ধী পরিবারকে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সাবলম্বি করতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বিএনএফ এর অর্থায়নে ২৫ জনকে দুটি করে ছাগল দেয়া

হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমাম। প্রতিবন্ধীদের উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজ বা পরিবারের বোঝা নয়। এরা সুবর্ণ নাগরিক। পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির এই উদ্যোগ খুবই প্রসংশিত। দুটি ছাগলই হতে পারে একটি অসচ্ছল পরিবারের স্বচ্ছজলতার উৎস।

উপকারভোগীরা জানান, বিএনএফ এর অর্থে পাওয়া বিনামুল্েযের ছাগল পালনের মাধ্যমে তারা সাবলম্বী হতে চান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী ও উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাক্তার মো: আরিফুল ইসলাম। আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন পিএসকেএস এর নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশাররফ হোসেন ও পরিচালক মোহাম্মদ কামরুজ্জামানসহ অতিথিবৃন্দ।

গাংনীতে তহশিলদার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ঘুষ, দুর্নীতি ও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার) হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে। খাজনা পরিশোধ, হোল্ডিং খোলা, নামজারি, পর্চা উত্তোলনসহ ভূমি অফিসের বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে ৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। এমনকি আদালতে বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার নামেও ভূমি মালিকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, সরকারি নিয়মে নির্ধারিত ফি পরিশোধের পরও

অতিরিক্ত টাকা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন অফিসে ঘুরেও কাজ না হওয়ায় একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে সেবা প্রত্যাশীদের। এভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন সেবা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আদায় করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে মাসে লাখ টাকারও বেশি বাড়তি আয়ের অভিযোগ উঠেছে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

অভিযোগ রয়েছে, ভূমি অফিসের বিভিন্ন কাজের জন্য আদায় করা অর্থের একটি অংশ ওপর মহলে দিতে হয় বলেও তিনি কয়েকজন ভুক্তভোগীর কাছে দাবি করেছেন। তবে ওপর মহলে কারা রয়েছেন, সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভূমি অফিসের সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ মানুষ এখন এক ধরনের ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। খাজনা পরিশোধের মতো সাধারণ কাজেও দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করা হচ্ছে। নামজারি, হোল্ডিং খোলা কিংবা বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে হয়রানি আরও বেশি। কোনো ভূমি মালিক প্রতিবাদ করলে কিংবা অতিরিক্ত টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাঁকে নানা অজুহাতে হয়রানি করা হয়।

জুগিন্দা গ্রামের আব্দুল করিম বলেন, তহশিলদার হুমায়ুন কবির ইচ্ছেমতো অফিস করেন। প্রয়োজনের সময় তাঁকে ঠিকমতো পাওয়া যায় না। অনেক সময় অফিসে গিয়েও তাঁর দেখা মেলে না। মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেন না। ফলে জমিজমাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করতে গিয়ে আমাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

গাড়াডোব গ্রামের হামিদুল ইসলাম বলেন, ভূমি মালিক ও সেবা প্রত্যাশীদের অনেকটা জিম্মি করে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোনো বিষয়ে কিছু বলতে গেলে নানা অজুহাতে হয়রানি করা হয়। সাধারণ মানুষ জমিজমাসংক্রান্ত কাজে বাধ্য হয়ে ভূমি অফিসে যায়। আর সেই সুযোগেই তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

ধানখোলা গ্রামের হাফিজুল ইসলাম বলেন, খাজনা পরিশোধ করার জন্য দিনের পর দিন ভূমি অফিসে ঘুরতে হচ্ছে। সহজ একটি কাজ করতেও নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সময়মতো সেবা না পাওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে।

আড়পাড়া গ্রামের রহিদুল ইসলাম বলেন, তহশিলদার হুমায়ুনকে খুশি করলে

খাজনা কমে যায়। খুশি না করলে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়। অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং বিভিন্ন কাজে অযথা হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এদিকে ওই কর্মকর্তার কর্মস্থলসংক্রান্ত বিধিবিধান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ রয়েছে, কর্মস্থল ধানখোলা ইউনিয়নে হলেও তিনি নিজ কর্মস্থলের বাইরে সদর এলাকায় বসবাস করেন। পাশাপাশি সাধারণ সেবা প্রত্যাশীদের সঙ্গে

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, ভূমি অফিস সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সরকারি সেবাকেন্দ্র। কৃষিজমি, বসতভিটা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি কিংবা জমির মালিকানাসংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত মানুষকে এই অফিসে যেতে হয়। সেখানে ঘুষ ও হয়রানির অভিযোগ সত্য হলে তা শুধু সরকারি সেবার মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে না, সাধারণ মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের দাবি, ধানখোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হোক। সরকারি সেবার নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, তদন্ত প্রতিবেদনের নামে টাকা নেওয়া এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এ বিষয়ে তহশিলদার হুমায়ুন কবিরের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান বলেন, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।

গাংনী সীমান্তে ১৮ কেজি গাঁজা ও ৫৬ বোতল মদ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক দুটি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে

মালিকবিহীন অবস্থায় ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল রোববার রাতে উপজেলার ধলার মাঠ ও মথুরাপুর রিফিউজি পাড়ার মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

সোমবার বেলা ১২টার দিকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার ধলা বিওপির আওতাধীন ধলার মাঠ এলাকায় বিজিবির একটি টহল দল অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ১৮ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬৩ হাজার টাকা।

অপরদিকে, কাজীপুর বিওপির আওতাধীন মথুরাপুর রিফিউজি পাড়ার মাঠ এলাকায় কাজীপুর বিজিবির টহল দল অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৭৫ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ ও ৫৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করে। এসব মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা।

পৃথক দুটি অভিযানে উদ্ধার করা মাদকদ্রব্যের সর্বমোট আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, মাদক পাচার প্রতিরোধ এবং চোরাচালান নির্মূলে নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। মাদক ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে বিজিবির অবস্থান সম্পূর্ণ আপসহীন। মাদকমুক্ত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত সীমান্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে শেয়ালের কামড়ে আহত ১১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা ও মাইমারি গ্রামে শেয়ালের কামড়ে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পৃথক এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলের দিকে মাঠের মধ্য থেকে একটি শেয়াল লোকালয়ে প্রবেশ করে। এ সময় সামনে যাঁদের পেয়েছে, তাঁদের একের পর এক কামড়ে আহত করে শেয়ালটি।

পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. সোহেল রানা জানান, শেয়ালের কামড়ে আহত বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে।

এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

গাংনীতে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে অভিযান চালিয়ে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বীজের প্যাকেটে উৎপাদন, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ, মূল্য ও পরিপূর্ণ ঠিকানা না থাকায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারায় মো: মতিউল ইসলামের মেসার্স মনিরুল ট্রেডার্সকে ৫ হাজার এবং বিক্রয়ের উদ্দ্যেশে বাসি গ্রীল সংরক্ষণ এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন ও সংরক্ষণ করায় হানিফ হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টকে ১০ হাজারসহ ১৫ হাজার জরিমানা আদায় করা হয়।

এসময় হানিফ হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টকে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য

সামগ্রী উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা ভারপ্রাপ্ত বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা মো: আলমগীর হোসেন ও গাংনী উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো: মসিউর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশেরর একটা টীম।

গাংনীতে মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নারীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের চকপাড়ায় বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আলিফা খাতুন
(৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২৫ অক্টোবর) বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলিফা খাতুন ওই গ্রামের চকপাড়ার ইন্তাদুল হকের স্ত্রী।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার সকালে কম্বল ধোয়ার জন্য বাড়ির টিউবওয়েলের কাছে যান আলিফা খাতুন। এ সময় বৈদ্যুতিক মোটরের সুইচ চালু করতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তাঁর দুই হাতেও পোড়া ক্ষত সৃষ্টি হয়।

আলিফা খাতুনের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার বাদ আসর মাইলমারী জান্নাতুল মাওয়ায় জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফনের কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অবগত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পাঠানো হবে বলেও জানা গেছে।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

এতে সেচ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সেচপাম্পের আওতাধীন জমির চাষিরা। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

গত সোমবার রাতের কোনো একসময় উপজেলার রামনগর ও বালিয়াঘাট মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় কৃষকেরা জানান, এখন ধানের ভরা মৌসুম। মাঠজুড়ে ধান রয়েছে, আর এ সময়ে জমিতে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানে চিটা ধরতে পারে এবং ফলন অনেক কমে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সোলার প্যানেলের প্লেট ভাঙচুর ও তার কেটে দেওয়ার ঘটনায় সেচপাম্পের মালিকের পাশাপাশি চাষিরাও ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সোলার প্যানেলের মালিক ও সেচপাম্পচাষি মো. একতারুল ইসলাম বলেন, গত বছর তিনি সেচপাম্প ও সোলার প্যানেল স্থাপন করেন।

পাম্প স্থাপনে তাঁর খরচ হয়েছে ১১ লাখ টাকা এবং সোলার প্যানেল বসাতে খরচ হয়েছে ছয় লাখ টাকার বেশি। সকালে মাঠে এসে দেখেন, তিনটি প্যানেলের প্লেট ভেঙে চুরমার করা হয়েছে এবং বাকি প্লেটগুলোর সব তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, “এতে আমার কত টাকা খরচ হবে, তা-ও জানি না। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে ওঠা আমার জন্য কঠিন। এখন সোলার প্যানেলগুলো মেরামত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।”

একতারুল ইসলাম আরও বলেন, তাঁর সেচপাম্পের আওতায় প্রায় ২০ বিঘা জমি রয়েছে। এসব জমিতে ধান, কলাই, পেঁয়াজ, সবজিসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়েছে। এখন এসব জমিতে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেচ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তাঁর কাছে প্যানেলগুলো মেরামতের মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই।

তিনি বলেন, “কৃষি অফিস সহযোগিতা করলে হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে পারব। তা না হলে সোলার প্যানেলগুলো মেরামত করা সম্ভব হবে না। প্রতিটি সোলার প্যানেলের প্লেটের দাম ২০ হাজার টাকা, এর সঙ্গে অন্যান্য খরচ তো আছেই। অনেক কষ্টে ধারদেনা করে পাম্প ও সোলার প্যানেল

বসিয়েছি। যারা আমার এত বড় ক্ষতি করেছে, তাদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।”

ধানচাষি মো. শান্ত ইসলাম বলেন, এখন ধানে সেচ দিতে না পারলে ধান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি চিটা ধরতে পারে। এতে ফলন কমে যাবে। মাঠে অন্যান্য ফসলও রয়েছে, সেচের অভাবে সেগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কৃষি বিভাগ সহযোগিতা করলে সেচপাম্পের মালিক কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

আরেক চাষি মো. জিনারুল ইসলাম বলেন, সকালে মাঠে এসে তিনি তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। বাকি প্লেটগুলোর তারও কেটে দেওয়া হয়েছে। এতে সেচ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। দ্রুত সোলার প্যানেল মেরামত করা না হলে চাষিরা চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন। সময়মতো সেচ দিতে না পারলে ধানসহ অন্যান্য ফসলের ফলন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “আমরা বিষয়টি জেনেছি। খোঁজখবর নিচ্ছি। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ বিষয়ে লিখিত আবেদন পেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হবে। সেচপাম্প মালিকের ক্ষতিগ্রস্ত সোলার প্যানেলের বিষয়ে কোনো সহযোগিতা করা যায় কি না, তা-ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। তিনি বলেন, “আমরা সব সময় চাষিদের পাশে আছি। এ ধরনের ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক।”

উল্লেখ্য, গত ১৩ অক্টোবর রাতে গাংনী উপজেলার ভবানীপুর মাঠ থেকে কৃষক মো. কামাল উদ্দিনের তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট চুরির ঘটনা ঘটে। এর তিন মাস আগেও একই স্থান থেকে তাঁর আরও তিনটি সোলার প্যানেলের প্লেট চুরি হয়েছিল। বারবার এমন ঘটনায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

গাংনীর কসবায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবায় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্যাম্পে শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কসবা পুরাতন বাজারে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার বিভিন্ন বয়সী মানুষ চক্ষু পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। বিনামূল্যে এ সেবা পেয়ে উপকৃত হন স্থানীয় রোগীরা।

আয়োজক সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ বলেন, “মানুষের সেবা করা এবং অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। অনেক মানুষ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিতে পারেন না। তাঁদের কথা বিবেচনা করেই আমাদের এ উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।”

তিনি আরও বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এলাকার মানুষের পাশে থাকতে চায় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থা। মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসা নিয়ে সংস্থাটি ভবিষ্যতেও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

এ সময় কসবা ব্লাড ব্যাংক জনকল্যাণ সংস্থার সভাপতি রাসেল আহমেদ, সদস্য আশিক, রাশেদ, শিমুল ও সোহেলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।